সোপিরেট বার্তা

সোসাইটি ফর প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন রিসার্চ ইভালুয়েশন এন্ড ট্রেনিং "সোপিরেট" এর একটি ষান্মাসিক প্রকাশনা

৬ষ্ঠ বর্ষ
সংখ্যা ১৩তম
''জানুয়ারী - জুন''
২০২৩

এক নজরে

সোপিরেট-বার্তা ১৩তম সংখ্যা।

- সোপিরেট ও পিকেএসএফ এর যৌথ উদ্যোগে উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীগণকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান।
- ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন।
- সোপিরেট রেইজ প্রকল্পের এর আওতায় পরিচালিত কার্যক্রম সমূহ।
- এসইপি প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত উদ্যোক্তদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
- প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচি।
- সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত কার্যক্রম সমূহ।

মুখবন্ধ

সময়ের পরিক্রমায় সোপিরেট বার্তা এর ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩তম সংখ্যা (জানুয়ারী-জুন ২০২২৩) প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে উন্নয়ন এর অংশীদার হিসেবে অনুপ্রেরণা বোধ করছি। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিশেষ করে মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৮৫ সাল থেকে সোপিরেট তার গঠনমূলক আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড দরিদ্র জনগণের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিচালিত করে আসছে। বর্তমানে সংস্থাটি লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও ফেনী জেলার মোট ৩৭ টি উপজেলায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমৃদ্ধি, রেইজ, বিডি রুরাল ওয়াশ, RMTP ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চলমান রেখেছে। বিকাশমান আর্থ-সামাজিক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সোপিরেট তার চলমান উন্নয়ন কর্মকান্ডের পাশাপাশি জুলাই ২০১৭ সাল থেকে স্কুল-কলেজের কিশোর-কিশোরীদের জন্য "সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড" এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া প্রবীণদের জন্য ''প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচি" এবং ২০২০ সাল থেকে কৈশোর কর্মসূচির আওতায় ক্লাব ভিত্তিক কার্যক্রম" চালু করেছে। সোপিরেট তার চলমান কর্মকান্ড ক্রম বিকাশের মাধ্যমে জুন ২০২৩ইং পর্যন্ত মোট ১৪৬৯,০১,৮৭,৫৯৭ টাকা দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে বিতরণ করেছে। সংস্থা জুন ২০২৩ইং পর্যন্ত মোট ১২৯০,৪৩,৪৬,৩১০ টাকা আদায় করেছে। ক্রমপুঞ্জিভুত আদায়ের হার ৯৯.৪০%। বর্তমানে সংস্থার ঋণ স্থিতি ১৭৮,৫৮,৩৭,৯৯৮ টাকা (আসল) এবং বর্তমান বকেয়া ৭,৭৪,০০,৪৭৪ (আসল) টাকা। সংস্থার মোট সদস্য ৫২,০০৫ (যার মধ্যে ১,৩১৬ জন পুরুষ এবং ৫০,৬৮৯ জন মহিলা)। মোট ঋণী ৩৭,৯৩৪ (৭৩%)। মোট ঋণীর ৯২২ জন পুরুষ ও ৩৭,০৭২ জন মহিলা। সংস্থা অত্র অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। আশাকরি সোপিরেট এর আগামী পথচলায় সংস্থার মুখপাত্র হিসেবে "সোপিরেট বার্তা" তার সাবলীল প্রকাশনা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবে। অধ্যাপক ড. এম. মোসলেহ্ উদ্দীন, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

সোপিরেট ও পিকেএসএফ এর যৌথ উদ্যোগে উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীগণকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান।

সোপিরেটের মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে কর্ম এলাকার জনগণের কল্যাণ সাধন করা। শিক্ষার মানোন্নয়নে সংস্থা দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের প্রতি বৎসর বৃত্তি প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০-০৬-২০২৩ইং সংস্থার প্রকল্প প্রধান কার্যালয়ে ২৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২ লাখ ৭৬ হাজার টাকা শিক্ষাবৃত্তির চেক প্রদান করা হয়েছে। সোপিরেট এর প্রকল্প প্রধান কার্যালয়ে হলরুমে আয়োজিত শিক্ষাবৃত্তি অনুষ্ঠানে সোপিরেটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. এম. মোসলেহ উদ্দীন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে চেকগুলো তুলে দেন লক্ষ্মীপুর জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আনোয়ার হোছাইন আকন্দ। সোপিরেট দীর্ঘদিন থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় পরিচালিত অতি দরিদ্র পরিবারের এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ বৃত্তি দিয়ে আসছে।

অনুষ্ঠানে সোপিরেটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অধ্যাপক ড.এম. মোসলেহ উদ্দিন বলেন, শিক্ষার্থীদের সঠিক শিক্ষার মূল্যায়ন করতে এবং অতি দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে সোপিরেট এই উদ্যোগে নিয়েছে। শিক্ষাবৃত্তি চালু রেখে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান অক্ষুন্ন রাখতে সোপিরেট এমন ধারাবহিতকতা অব্যাহত রাখবে। এ সকল শিক্ষার্থীদের শুধু শিক্ষিত নয়, মানবিক হওয়ারও আহবান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আনোয়ার হোছাইন আকন্দ বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নানমুখী উদ্যোগ নিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় সোনার মানুষ তৈরী করতে হলে শিক্ষকদের মূল্যায়ন করতে হবে। সোপিটেটের মতো সমাজের বিত্তবানরা এগিয়ে আসলে সকল বাধা পেরিয়ে এসকল শিক্ষার্থীরাও শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রেখে নিজেকে একজন আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে। তিনি শিক্ষার্থীদের ভালো মানুষ হওয়ার আহবান জানান। এ সময় সোপিরেটের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

চিত্রঃ শিক্ষাবৃত্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি লক্ষ্মীপুর জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আনোয়ার হোছাইন আকন্দ ও সোপিরেট এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অধ্যাপক ড.এম. মোসলেহ্ উদ্দীন।

চিত্রঃ শিক্ষাবৃত্তি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি লক্ষ্মীপুর জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আনোয়ার হোছাইন আকন্দ বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের হাতে শিক্ষা বৃত্তির চেক তুলে দিচ্ছেন।

১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন।

১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সোপিরেট কর্তৃক আয়োজিত জুম ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কোরাআন তেলাওয়াতের মধ্যে দিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠানটির সভপতিত্ব করেন সোপিরেট এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. এম. মোসলেহ্ উদ্দীন। তিনি বলেন ১৯৯৬ সালে প্রথম বাংলাদেশে জাতীয় শিশু দিবস পালন করা শুরু হয়। আজকের শিশুই আগামী দিনের সক্ষম নাগরিক। শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর দরদ ছিল অপরিসীম। অনুষ্ঠানে ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর মোঃ শরীফ হোসেন বলেন বঙ্গবন্ধু ছিলেন শিশুমনের অধিকারী একজন মানুষ।

চিত্রঃ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্প স্তবক প্রেরণ করেন সংস্থার ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর জনাব মোঃ শরীফ হোসেন ও সোপিরেট এর কর্মকর্তা বৃন্দ।

চিত্রঃ দিনটি উৎযাপন উপলক্ষ্যে সংস্থা আলোচনা সভা ও দোয়ার মাহফিলের আয়োজন করেন।

সোপিরেট রেইজ প্রকল্পের এর আওতায় পরিচালিত কার্যক্রম সমূহ।

পিকেএসএফ অগ্রসর কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এরই ধারবাহিকতায় বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ ও আর্থিক মন্দাবস্থার কারণে অনানুষ্ঠানিক খাতের ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসা অব্যাহত রাখার জন্য উদ্যোগ গ্রহন করেন। তরুণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ উন্নয়ন ও খাতভিত্তিক কারিগরি বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বেকার তরুণদের কারিগরি ও ব্যবসা বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন লক্ষ্যে পিকেএসএফ বিগত ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০২২ থেকে Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহন করেছে। ১.কোভিড-১৯ এর ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পুনরায় সচল রাখার লক্ষ্যে অর্থায়ন ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি। ২. পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যোগ সম্প্রসারণে অর্থায়ন। ৩.স্বল্প আয়ের পরিবারভূক্ত তরুণ-তরুণীদের ওস্তাদ-শিষ্য পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান। এই প্রকল্পের আওতায় সোপিরেট লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী ও চাঁদপুর জেলার ১৮ টি শাখার মাধ্যমে ৬০০ সদস্যদের মধ্যে ০৬ কোটি টাকা বিতরণ করেছে এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও ওস্তাদ-শিষ্য পদ্ধতিতে ৫০ জন শিক্ষানবীসকে হাতে কলমে শিক্ষা প্রদান করছে। তরুণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরীর লক্ষ্যে আরও ১৮০ জনকে ২ কোটি ১০ লাখ টাকা বিতরণ ও প্রশিক্ষন প্রদানের জন্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে উদ্যোক্তা তৈরীর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি

চিত্রঃ কোভিড-১৯ এর ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পুনরায় সচল রাখার লক্ষ্যে অর্থায়ন ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ চলছে। প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন জনাব মোঃ আমিনল ইসলাম, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা লক্ষ্মীপর।

রেইজ প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রামের আয়োজন।

চিত্র : প্রধান অতিথি জনাব খোদেজা খাতুন আউটরিচ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তৃতা দিচ্ছেন।

Community Outreach Program টি ০৩-০৫-২০২৩ ইং তারিখে Apprentice দের নির্বাচনের লক্ষ্যে ওস্তাদ সাগরেদ মডেলের আওতায় ছয় (০৬) মাস ব্যাপী কার্যক্রম চালানোর জন্য লক্ষ্মীপুর কলেজিয়েট উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব খোদেজা খাতুন। সভাপতিত্ব করেন সোপিরেট ক্রেডিট প্রোগ্রামের ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর জনাব মোহাম্মদ শরীফ হোসেন ও ফোকাল পার্সন রেইজ। Trade Wise Question & Answer ও প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পঞ্চাশ (৫০) জন প্রার্থী হতে নির্বাচিত হন (৩৪) জন। উক্ত অনুষ্ঠানটিতে রেইজ একাউন্টস অফিসার জনাব মোঃ আসিফুল আলম সহ আরো অনেকে টেকনিক্যাল সহায়তা প্রদান করেছেন।

চিত্র : সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শরীফ হোসেন আউটরিচ অনুষ্ঠানে রেইজ প্রকল্প সম্পর্কে ধারনা দিচ্ছেন।

রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি)

চিত্রঃ নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন ও বিপণণ বিষয়ে আরএমটিপি টিম প্রান্তিক চাষীদের সাথে মিটিং করছে।

পিকেএসএফ, ইফাদ এবং ড্যানিডো এর অর্থায়নে Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মৎস্য চাষী পরিবার ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও পারিবারিক পুষ্টি উন্নয়নে কাজ করছে। অর্থাৎ ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, আর্থিক সেবার সম্প্রসারণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ এর লক্ষ্যে কাজ করছে। ভ্যালূ চেইন কর্মকান্ডের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশে মোট ৩,৪৫,০০০ সদস্যের মাঝে কর্মকান্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা

চিত্রঃ নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন ও বিপণণ বিষয়ে আরএমটিপি টিম প্রান্তিক চাষীদের সাথে মিটিং করছে।

রয়েছে। এর মধ্যে সোপিরেটের মাধ্যমে নোয়াখালী জেলার ০১ টি (সুবর্ণচর); চাঁদপুর জেলার ০১টি (ফরিদগঞ্জ) এবং লক্ষ্মীপুর জেলার ০২ টি (লক্ষ্মীপুর সদর ও রামগঞ্জ) উপজেলায় ৪০০০ জন দরিদ্র, অতি-দরিদ্র এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে।

বিডি রুরাল ওয়াটার স্যানিটেশন এন্ড হাইজিন ফর হিউম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট

চিত্রঃ পিকেএসএফ প্রতিনিধি গ্রাহক পর্যায়ে স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে নির্মিত টয়লেট পরিদর্শন করছেন।

বিডি রুরাল ওয়াশ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীন জনগোষ্ঠির মাঝে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা হয়। স্থাপনকৃত টিউবওয়েলের সাথে মর্টার পানির ট্যাংকি স্থাপন করে গোসলখানা, রান্নাঘরে ও টয়লেটে সংযোগ দেওয়া হয় । সকল কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন রকম পানিবাহিত রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে থাকে যেমন ঃ ডায়রিয়া, কলেরা , আমশায় ও হাম এর ফলে ঐ সমস্ত পরিবার আর্থিক ভাবে লাভবান হচ্ছে। বিডি রুরাল ওয়াশ প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ করানো হচ্ছে। স্থানীয় উদ্যোক্তার মাধ্যমে ৪ ধরনের টয়লেট স্থাপন করা হচ্ছে । ১) সলভ ২) বিলাস ৩) শোভন ও ৪) সৌখিন।

চিত্রঃ গ্রাহক পর্যায়ে স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে নির্মিত টয়লেট।

এসইপি প্রকল্পের আওতায় উদ্যোক্তাদের হোগলাপাতা থেকে হস্তশিল্প পণ্য তৈরির প্রশিক্ষণ কর্মশালা

গত ০১লা মার্চ, ২০২৩ ইং তারিখ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ও সোপিরেটের যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত এবং সোপিরেট সংস্থার বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর 'উপ-প্রকল্পঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে (লক্ষ্মীপুর ও নোয়াখালী জেলায়) হস্তশিল্প কেন্দ্রিক উদ্যোক্তা উন্নয়ন' এর আওতায় "হোগলা পাতার হস্তশিল্প তৈরির প্রশিক্ষণ" কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি পরিচালনা করেন জনাব মো. মাসুম, লিড কনসালটেন্ট, এসকে হ্যান্ডিক্রাফটস্, জয়দেবপুর, গাজীপুর। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের হোগলাপাতার দড়ি থেকে উদ্ভাবনী ও বৈচিত্রময় হস্তশিল্পের পণ্য তৈরির বিভিন্ন বিষয়বস্তু বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরেন এবং হাতে কলমে বিভিন্ন ডাইচ দিয়ে পণ্য তৈরির ব্যবহারবিধি, দড়ির ধরন অনুযায়ী বাস্কেট তৈরির দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রশিক্ষণটি পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করেন টেকনিক্যাল অফিসার জনাব জয়ন্ত দাস ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ ।

চিত্রঃ হোগলাপাতা থেকে হস্তশিল্প পণ্য তৈরির প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ কৃত প্রশিক্ষণার্থীরা হাতে তৈরী বিভিন্ন পণ্য উৎপাদান করছেন।

অস্বচ্ছল ও সুবিধা বঞ্চিত প্রবীণদের মাঝে বয়স্ক ভাতা বিতরণ

চিত্রঃ প্রবীণদের মাঝে বয়স্ক ভাতা তুলে দিচ্ছেন প্রবীণ কমিটির সভাপতি মোঃ মানিক ও সংস্থার রিজিওনাল মানেজার জনাব আব্দুস সালাম ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির কো-অর্ডিনেটর জনাব তাফসিরুল আহসান।

প্রবীণ জনগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রবীণ জনগোষ্ঠির জন্য সোপিরেট ও পিকেএসএফ এর যৌথ আর্থিক সহযোগিতায় এবং সোপিরেটের বাস্তবায়নে লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার অর্ন্তগত ০২ নং নোয়াগাঁও ইউনিয়নে 'প্রবীণ জনগোষ্টির জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচি' পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত কর্মসূচির শর্তানুযায়ী ০২ নং নোয়াগাঁও ইউনিয়নে প্রবীণদের আর্থ সামাজিক জরিপ (বেজলাইন সার্ভে) পরিচালনা করা হয়। জরিপে প্রাথমিক ভাবে ১৯৫৫ জন প্রবীণ ব্যক্তি সনাক্ত করা হয়েছে। উক্ত প্রবীণদের মাঝ থেকে ১০০ জন অস্বচ্ছল প্রবীনকে গ্রাম ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন কমিটির সদস্যদের মাধ্যমে সনাক্ত করে প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে বয়স্ক ভাতা প্রদান করার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। যাহা ক্রমান্বয়ে গত নভেম্বরে ২০১৭ সাল হতে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। পরিপোষক ভাতা/বয়স্ক ভাতা প্রদানের উদ্দেশ্য হলো প্রবীণদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন,সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং পরিবার ও সমাজে প্রবীণদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা।

সোপিরেট সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ১৫ নং লাহারকান্দি ইউনিয়নে বিশ্ব মা দিবস উদ্‌যাপন

চিত্রঃ বিশ্ব মা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় উপস্থিত মায়েরা।

গত ১৪ মে, ২০২৩ খ্রিঃ সোপিরেট ও পিকেএসএফ এর যৌথ উদ্যোগ ১৫ নং লাহারকান্দি ইউনিয়নে বিশ্ব মা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও বর্নাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। জগতের সকল মায়েদের মমত্ব ও আত্মোৎসর্গকে গভীর মমতা ও শ্রদ্ধায় স্মরণ কল্পে এই দিনটি উদযাপিত হয়। বাংলাদেশে এই দিনটি সকল মা ও মাতৃত্ব-বান নারীদের সম্মান করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক আয়োজন করা হয়। এই দিনে মায়েদেরকে উপহার দেয়া, মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন উপহার ও সন্মান দিয়ে তাদের অনুভূতি প্রকাশ

চিত্রঃ ১৫ নং লাহারকান্দি ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বর্নাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

করে। বিশেষভাবে সন্তানদের মাতৃত্ব প্রকাশে এই উদযাপন অনেক উৎসাহ সৃষ্টি করে। মা দিবস ২০২৩ উদযাপন এর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ হলো মা ও সন্তানের সম্পর্ক ও মাতৃত্ব নিয়ে সচেতনতা জাগানো। প্রতিটি সামাজিক মাধ্যমে মা দিবসের সংগ্রহ-প্রাপ্ত তথ্য, ছবি, ভিডিও, উদ্ধৃতি ইত্যাদি শেয়ার করে এই দিনের গুরুত্ব ও মাতৃত্ব উদযাপনের বার্তা প্রচারিত হয়। মা দিবস ২০২৩ এর উদযাপনে মাতৃত্ব-বান নারীদের মহৎ ও দ্বায়িত্ব বরাবরের মতোই মমত্বের উচ্চতর মান্যতা পেয়েছে। মানবিক সম্পদ এবং উন্নতি নিশ্চিত করতে মাতৃত্ব-বান্ধবদের ভূমিকা শ্রেষ্ঠত্বের আসনে গণ্য করা হয়েছে। এই দিনে প্রিয়জনদের সাথে সময় কাটিয়ে সাফল্য ও উপকারিতা ভাগাভাগি করে মানসিক ও আধ্যাত্মিক শান্তি অর্জন করা যায়। ব্যক্তি মাত্রই আদর্শ মাতৃত্বকে সৃষ্টিকর্তার সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হিসেবে গণ্য করে মায়ের ত্যাগের প্রতি নত:শীরে মস্তক অবনত রাখার মানসে অঙ্গীকারাবদ্ধ হই।

সম্পাদক ও প্রকাশক: মুঃ মাকছুদ আলম, প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, রেইজ প্রজেক্ট, সোপিরেট।

প্রধান কার্যালয়:সিলকন ভিলা, এ্যপার্টমেন্ট # সি /৯০৩, ৮/১, সেগুন বাগিচা, শাহাবাগ, ঢাকা-১০০০, ফোনঃ ০২-২২৩৮২৩৮৮, মোবাইলঃ ০১৭০৯-৯৩২৮৭০, ই-মেইল: sopiretdhaka@gmail.com,

প্রকল্প প্রধান কার্যালয়: শেখ রাসেল সড়ক, সমশেরাবাদ, লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুর, ফোন: ০২৩৩-৪৪৪২০৫৩, ই-মেইল: sopiret@gmail.com

Website: www.sopiretbangladesh.org.bd